কালের কণ্ঠ

2 0 OCT 2012

হলগুলো বেহাতই থাকবে?

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

আবাসিক হল উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি আর পূরণ হলো না

জসীম রেজা ▶

কলেজ আমলে শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল বারোটি হল। তখনো প্রায় সব হল বেদখলে ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় হলে দখলি স্বত্ব ফিরবে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু এখনো হলগুলো প্রভাবশালী মহলের দখলে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে একজনের জন্যও আবাসনের কোনো ব্যবস্থা নেই। অবিশ্বাস্য, তবে এ কথা সত্য।

শিক্ষার্থীরা অনেকবার হলগুলো উদ্ধারের দাবিতে আন্দোলন করেছেন। কিন্তু প্রতিবারই পেয়েছেন শুধু প্রতিশ্রুতি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তোড়জোড় দেখালেও বাস্তব কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হলগুলো উদ্ধারের জন্য বেশ কয়েকবার আন্দোলনে নেমেছেন শিক্ষার্থীরা, কিছুদিন পর পরই তাঁরা রাজপথে নেমেছেন। এতে আবার সৃষ্টি হচ্ছে নানা সমস্যা। মামলা হয়েছে শত শত শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। পুলিশের হামলায় প্রতিবারই আহত হয়েছেন তাঁরা। প্রতিবারই বিক্ষোভ থামাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে, কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি। অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিভিন্ন সময়ে সরকারের মৌখিক নির্দেশে পুরনো ঢাকার ১২টি পরিত্যক্ত বাড়িতে জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বসবাস করেছে। ১৯৮২ সালের পর এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনের ডামাডোলের মধ্যে স্থানীয় দখলবাজরা পরিকল্পিতভাবে হলগুলোতে বসবাসকারী ছাত্রদের সঙ্গে স্থানীয় লোকজনের বিরোধ বাধিয়ে দেয়। একপর্যায়ে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় বেশ কয়েকটি হলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ছাত্রদের বের করে দেওয়া হয়। পরে সেগুলো নিজেদের দখলে নেয় ওই সব চক্র। কলেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও অবহেলার কারণে কয়েক শ কোটি টাকার সম্পত্তি নানাজনের দখলে চলে গেছে। এ চক্রটিকে সহযোগিতা করে কলেজ কর্তৃপক্ষের একটি অংশ। তারা গোপনে তাদের কাগজ ও দলিল দিয়ে সাহায্য করে।

২০০৫ সালে জগন্নাথ কলেজ পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হলে এসব বেদখলকৃত জায়গা উদ্ধারের জন্য আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনের চাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য সিরাজুল ইসলাম খান ১৮ লাখ টাকার বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তির খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য একটি ইনভেন্টরি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি ছয় মাস কাজ করার পর ২০০৮ সালের ২৯ জুন চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয়। রিপোর্টে ১২টি হলের মধ্যে ছয়টিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সম্পত্তি বলে উল্লেখ করা হয়। বাকিগুলো খাসজমি। তবে ওগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে আনতে তেমন কোনো সমস্যা হবে না বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। রিপোর্টের কপি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়। উপাচার্য ড. আবু হোসেন সিদ্দিক তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদে বেহাত হওয়া সম্পত্তি উদ্ধারের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু উচ্চ পর্যায়ে দেনদরবার করেও ফল পাননি তিনি।

হল উদ্ধারে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা স্থানান্তরসহ তিন দফা দাবিতে আন্দোলনকালে ২০০৯ সালের ২৭ জানুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে শতাধিক ছাত্র আহত হন। অনেক শিক্ষার্থীকে জেলেও যেতে হয়েছে। তখন থেকে প্রতিবছর ২৭ জানুয়ারি হল উদ্ধার আন্দোলন দিবস পালন করেন শিক্ষার্থীরা।

উপাচার্য মেসবাহ উদ্দিনের সময়ে ২০১১ সালের ডিসেম্বরে ভূমি মন্ত্রণালয় পাঁচটি হলের জায়গা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়। এসব হলের মধ্যে দখলকারীরা শহীদ আনোয়ার শফিক হলের দুই বিঘা আয়তনের ভবন ভেঙে বিশাল দুটি গোডাউন গড়ে তুলেছে। শহীদ আজমল হোসেন হলের পাঁচ বিঘা জায়গা পুলিশের সাতটি পরিবার ও নুরুল ইসলামের দখলে ছিল। বর্তমানে হলটি শহীদ পরিবারকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। শহীদ শাহাবুদ্দিন হলের পাঁচ বিঘা জায়গা পুলিশ ও অন্যদের দখলে রয়েছে। তিব্বত হলের একটি অংশে গুলশান আরা সিটি সুপার মার্কেট গড়ে তোলা হয়েছে। আরেকটি অংশ প্রভাবশালী এক সাবেক এমপি দখল করে রেখেছেন।

এক বিঘা আয়তনের বংশালের ড. হাবিবুর রহমান হল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এক বছরের জন্য ইজারা পেলেও ভূমি আইনের জটিলতার কারণে সেখানে বহুতল ভবন নির্মাণ করতে পারছে না। অন্য সাতটি হলের মধ্যে দেড় বিঘা আয়তনের বাণীভবন হলের একটি অংশ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দখলে রয়েছে। দেড় বিঘা আয়তনের আবদুর রহমান হল পুলিশের দখলে আছে। 'কর্মচারী আবাসন' নামের হলের জায়গায় গড়ে উঠেছে ক্রাউন মার্কেট নামের একটি বহুতল ভবন। বজলুর রহমান হলের দুই বিঘা জায়গায় পরিত্যক্ত ভবন ভেঙে শহীদ জিয়াউর রহমানের নামে একটি জুনিয়র স্কুল গড়ে তুলেছে সিটি করপোরেশন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম হলের এক বিঘা জায়গায় জামিয়া বেগ আক্রাত মাদ্রাসা ও এতিমখানা গড়ে তোলা হয়েছে। তিন বিঘা আয়তনের সাইদুর রহমান হল ও রউফ মজুমদার হলের সম্পত্তি নিয়ে সরকারের সঙ্গে দখলদারদের মামলা চলছে। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে ভূমি মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসককে হল উদ্ধারের নির্দেশ দেয়। কিন্তু জেলা প্রশাসনের ভূমিকা রহস্যজনক। ২০১০ সালের ২৬ জানুয়ারি তৎকালীন উপাচার্য হল উদ্ধারের জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন।

ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থী মাকসুদুর রহমান বলেন, এক হিসাবে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩ হাজার শিক্ষার্থীর ২১ হাজারই থাকে মেসে। প্রতি মাসে তাঁদের তিন কোটি ১৫ লাখ টাকা মেস ভাড়া দিতে হচ্ছে।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী রোকসানা বলেন, 'অনেক কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা আছে। অথচ আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেও হলে থাকার সুযোগ পাচ্ছি না। হল না থাকায় আমাদের মেসে থাকতে হচ্ছে। অবিবাহিত মেয়েদের কেউ বাসা ভাড়া দিতে চায় না। বাসা পেলেও নিরাপত্তার অভাব থেকে যায়।'

হল উদ্ধার আন্দোলন কমিটির মুখপাত্র নাজমুল হাসান বলেন, 'আমরা উপাচার্যের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনায় বসেছিলাম। তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটি যদি আগের মতো প্রহসনমূলক প্রতিশ্রুতি হয় তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব।' এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মীজানুর রহমান বলেন, 'নতুন একটি হল নির্মাণের কাজ আমরা ইতিমধ্যে হাতে নিয়েছি। ছাত্রাবাস করার লক্ষ্যে কেরানীগঞ্জে জায়গা কেনার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছি। জমি বিক্রেতারা আমাদের কাছে আবেদনও করেছেন।'